দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1 9 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

# দেশজুড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২০টি পয়েন্ট থেকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া স্বাভাবিক

– ভিসি রাশিদুল হাসান

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেছেন, তার নিয়োগের পর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। তবে এর আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে ২২ টি 'পয়েন্ট' থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে। সেখানে দেশজুড়ে বিস্তৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২শ' ২০ টি 'পয়েন্ট' থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া স্বাভাবিক। অনেক কলেজের শিক্ষক টিউশন-কোচিং-এ জড়িত। তারা সাজেশন হিসাবে কিছু প্রশ্ন দিয়ে থাকেন। এটাকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া বলা যায় না।

গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা" বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। ক্যান্ট্রিয়ান কলেজ গ্রুপের অংগ প্রতিষ্ঠান 'বিএসবি'র শাখার নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করায় সাংবাদিকদের তোপের মুখে পড়েন তিনি। সাংবাদিকরা তার কাছে জানতে চান, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কাজকর্মে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়, অথচ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের খরচ মাত্র ১০/১৫ হাজার টাকা জন্য দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বিএসবি'র সহায়তা নেয়া হল কেন? ভিসি সাংবাদিকদের জানান, তিনি জানতেন না বিএসবি দুর্নীতিতে জড়িত। আগামীতে আর এমনটি হবে না। ভিসি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহীম জড়িত ছিল কিনা এটা বড় বিষয় নয়। তিনি নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাকে আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ দেয়া হবে না। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত আব্দুল হামিদকে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে বলেন, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত চলছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভিসি হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রোভিসি হিসাবে নিয়োগ পাবার পর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছি। ভিসি হবার পর ক্লাস নেয়া যায় কিনা এ বিষয়ে জেনে সিদ্ধান্ত নেব।'

*জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ সৈয়দ রাশিদুল হাসান*

অনুষ্ঠানে ভিসি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক, আর্থিক, পরীক্ষা সংক্রান্ত ও উন্নয়নমূলক সংস্কার কার্যক্রমের নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সুষ্ঠু এবং সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। দায়িত্ব নেয়ার পরই বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছি। তিনি বলেন, একই পদে অনেকদিন থাকলে দুর্নীতিগ্রস্ত হবার আশংকা থাকে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই বদলি করা হচ্ছে। এ কারণেই আমার সমালোচনা হচ্ছে । আমি নিষ্ঠাভাবে কাজ করি। যা ভাল মনে করি আমি তা করার চেষ্টা করব । দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস স্থানান্তরে তেমন কোন উপকার হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শের মোহাম্মদ, ভারপ্রাপ্ত ডীন ড. এ এস এম আবু রায়হান, ড. ফকির রফিকুল হক, মোহাম্মদ বিন কাশেম , জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক মো. এনামুল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।